দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 AUG 1996 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি শুধু সৌজন্যবোধ নয়, ন্যায় বিচারেরও পরিপন্থী

.... বিদায়ী ভিসি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ সম্পর্কে গত ২৫ ও ২৬শে আগষ্ট জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী, টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোঃ নাসিম এবং সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভিসি

(১ম পৃঃ পর)

সেলিম যে বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছিলেন, উহা সংসদের কার্যবিবরণী হইতে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ গত মঙ্গলবার সংসদের স্পীকারের নিকট একটি পত্র দিয়াছেন।

পত্রে বলা হয়, শিক্ষামন্ত্রী সংসদের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমার সম্পর্কে যে বিকৃত তথ্য এবং অসত্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা শুধু সৌজন্যবোধের পরিপন্থীই নয়, বরং স্বাভাবিক ন্যায়-বিচারের পরিপন্থীও বটে। ১৯৯২ সালে ভিসি হিসাবে আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ ছাড়াও ৫টি নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও ১টি অনুষদ স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, এই সময় প্রচলিত হইয়াছে ঢাকা ভার্সিটি সম্পর্কে নূতন পরিচিতি 'মিনি ক্যান্টনম্যান্ট'। কিন্তু এই ধরনের উক্তির ভিত্তি যে কতটা দুর্বল তাহা সমগ্র জাতি জানে। '৯৩-এর ১লা জুলাই হইতে আমরা শুরু করি একাডেমিক ক্যালেণ্ডার ব্যবস্থা। ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির সময়ই জানিতে পারে পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ।

পত্রে প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ আরও বলেন, এই সময়কালে অবশ্য নিহত হইয়াছে ৬ জন তরুণ ছাত্র। আর এই ৬ জনের ৩ জনই নিহত হইয়াছে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে। জাকির এবং জয় দ্বীপকে জগন্নাথ হলে হত্যা করে গোপালগঞ্জ গ্রুপের সন্ত্রাসীরা। আলোক নিহত হয় ছাত্র লীগের দলীয় কোন্দলে বুয়েটের একটি আবাসিক হলের সিঁড়িতে। ছাত্রদলের অভ্যান্তরীন কোন্দলে নিহত হয় জিন্নাহ এবং মিঠু। ছাত্রলীগ (শা-পা) এবং ছাত্রলীগ (কা-চু) বন্দুক যুদ্ধে লিপ্ত হইলে পুলিশের টিয়ারগ্যাসের সেলের আঘাতে নিহত হয় কামরুল ইসলাম বুলবুল। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে আহত হন দুইজন ভার্সিটি কর্মচারী। আবদুস সাত্তার, যাহাকে শিক্ষামন্ত্রী মৃত বলিয়াছেন তিনি বহাল তবিয়তে কবি জসীমউদ্দিন হলে কর্মরত আছেন।

তিনি বলেন, গত ৩১শে জানুয়ারী জগন্নাথ হলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। এই হলের সাধারণ ছাত্ররাই পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়। সন্ত্রাসীরা কেহ আহত হয় নাই। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। আমি বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা জানাইয়াছি। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং থানা হইতে অনেককে মুক্ত করিয়াছি।

'৯৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সংঘর্ষে প্রফেসর রতন লাল চক্রবর্তী পায়ে আঘাত পান এবং লাঞ্ছিত হন ডঃ আরেফিন সিদ্দিক ও প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী। শিক্ষামন্ত্রী এই ঘটনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন নাই। '৯৫ সালের ২রা আগষ্ট ছাত্রলীগের একদল উচ্ছৃংখল সন্ত্রাসী আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এরশাদুল বারীর অফিস কক্ষ ভাংচুর করে। তিনি অফিসে ঐ সময় উপস্থিত থাকিলে কি হইত বলা যায় না। ৪ঠা আগষ্টের সংঘর্ষের সময় আমিই উল্লেখিত শিক্ষকদের নিরাপদ স্থানে নিয়া আসি। ডঃ মোস্তফা চৌধুরীর গাড়ী ভাংচুর হইয়াছিল কাটাবনের রাস্তায়। প্রশু ব্যাংক বাতিলের বিপক্ষে আন্দোলনরত তরুণ ছাত্ররাই সম্ভবতঃ উহার জন্য দায়ী। শিক্ষামন্ত্রী বলেন নাই কিভাবে প্রফেসর নজরুল ইসলাম ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের চেয়ারম্যানের গাড়ী ভাংচুর হইয়াছিল জগন্নাথ হলের সম্মুখে। ডঃ আনোয়ার হোসেন ও প্রফেসর আনোয়ার হোসেন ও হোসেন মনসুরের বাসায় হামলা এবং অশোভন আচরণের কথা বলিলেও শিক্ষামন্ত্রী আইন অনুষদের ডীনের কার্যালয়ে পেট্রোল বোমা মারিয়া ভস্মীভূত, এই ডীনের বাসায় ও রোকেয়া হলের প্রভোষ্টের বাসায় হামলার কথা বলেন নাই। কিভাবে এস এম হলের প্রভোষ্ট শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন, এই হলের একজন হাউস টিউটর স্ত্রী কন্যার সম্মুখে অপদস্থ হন শিক্ষামন্ত্রীর তাহা অজানা নয়।

পত্রে পদত্যাগী ভিসি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে আমাকে ও ভার্সিটিতে আমার কালকে চিহ্নিত করিয়াছেন, তাহার বিচার করিবেন পরম করুণাময় আল্লাহপাক এবং এই দেশের জনগণ। আমার পদত্যাগ পত্রেও কোন অভিযোগ নাই। অভিযোগ যাহা রহিয়াছে তাহা আমার বিরুদ্ধে, আমার অক্ষমতার বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রী অসত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমার ব্যক্তিগত জীবনে কুৎসা ছড়াইয়াছেন। আমার মেয়ে ও জামাই-এর চাকুরী হইয়াছে আমার ভিসি হওয়ার ৫/৬ বছর পূর্বে। তাহাদের পদোন্নতি হইয়াছে নিয়মমাফিক।